I J C R M
International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Research Article

অরণ্যচারী কপালকুণ্ডলা! একটি সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন

Basudeb Halder
Former Student, Department of Bengali, University of Kalyani, West Bengal, India

Corresponding Author: *Basudeb Halder

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19466758

সারাংশ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তথা বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় সার্থক উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'। ইতিহাস আশ্রিত রোমান্সধর্মী এই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কপালকুণ্ডলা চরিত্র। তাকে ঘিরেই এই উপন্যাসের ঘটনা আবর্তিত হয়েছে। কাপালিক দ্বারা প্রতিপালিত অরণ্যচারী কপালকুণ্ডলা ছোট থেকেই জঙ্গলে বেড়ে উঠেছে। অরণ্য প্রকৃতির কন্যা হিসাবেই তাকে গণ্য করা হয়েছে। তার জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়েছে নবকুমারের সংস্পর্শে এসে। কাপালিকের হাত থেকে নবকুমারকে সে রক্ষা করেছে। এরপর নবকুমারের হাত ধরে নবকুমারের স্ত্রী হয়ে জঙ্গল জীবন সমাপ্ত করে স্বাভাবিক জীবনে প্রবেশ করেছে। কিন্তু এই স্বাভাবিক জীবনে এসে কপালকুণ্ডলা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেনি, তা বলাই বাহুল্য। সামাজিক নিয়মের মধ্যে তার চলাফেরা কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হয়। অরণ্যের প্রাকৃতিক নৈসর্গিক টান সে বারবার অনুভব করে। নবকুমারের ভালোবাসাও তাকে বেঁধে রাখতে পারেনি। সামাজিক জীবনের রকমফের, ঘোরপ্যাচ সে বোঝে না। সরলতা তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিবাহিত জীবনে এসেও অরণ্য প্রকৃতিকে সে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেনি। সপ্তগ্রামের জঙ্গলে সে অবাধে ঘুরে বেড়িয়েছে। তার ননদ শ্যামাসুন্দরীর জন্য রাতের অন্ধকারে একা ঔষধি গাছ সংগ্রহ করতে গেছে। এরফলে নবকুমারের মনে কপালকুণ্ডলার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ দানা বেঁধেছে। শেষ পর্যন্ত নবকুমারকে তার প্রথমা স্ত্রী মতি বিবি তথা পদ্মাবতীর হাতে তুলে দিয়ে নিজে আবার অরণ্যে ফিরে যেতে চেয়েছে। এর বিনিময়ে মতিবিবি প্রচুর ধনসম্পত্তি দিতে চাইলেও কপালকুণ্ডলা তা গ্রহণ করেনি। যদিও শেষ পর্যন্ত গঙ্গার প্রবল স্রোতে সে বিলীন হয়ে গেছে। অরণ্য থেকে স্বাভাবিক জীবনে এসে কিছুদিন সংসারের মধ্যে থেকে আবার সেই অরণ্যের মাঝে নদীর গর্ভে তার বিলান হওয়া, যা থেকে প্রতিপন্ন হয়, সে প্রকৃত অর্থেই অরণ্যচারী।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 08-02-2026
- **Accepted:** 28-03-2026
- **Published:** 08-04-2026
- **IJCRM:**5(2); 2026: 443-446
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

Halder B. অরণ্যচারী কপালকুণ্ডলা! একটি সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(2):443-446.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

মূল শব্দ: বঙ্কিমচন্দ্র, কপালকুণ্ডলা, নবকুমার, কাপালিক, অরণ্যচারী।

© 2026 Basudeb Halder. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ভূমিকা

"পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?"

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এক কালজয়ী উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'র এই কালজয়ী উক্তি জানেন না, বাংলা সাহিত্যের এমন পাঠক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় সার্থক উপন্যাস কপালকুণ্ডলা। এই উপন্যাসে ইতিহাস প্রাধান্য না পেলেও এখানে ইতিহাস এসেছে কাহিনী নির্মাণের সহযোগী উপকরণ হিসাবে। উপন্যাসটি প্রধানত কাব্যধর্মী রোমান্টিক প্রকৃতির। এখানে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন কাহিনী ও মানবসমাজকে স্থান ও কালের একাগ্রতায় বদ্ধ করা হয়েছে। উপন্যাসের শুরু হয়েছে সমুদ্রতট ও গভীর অরণ্য দিয়ে। আবার কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে নদীতট ও অরণ্যের মাঝে। যা উপন্যাসের স্থানের ব্যাপারে লেখকের ঐক্যবোধ প্রকাশ পায়। উপন্যাসের কিছু চরিত্র কাল্পনিক এবং কিছু চরিত্র ইতিহাসের আশ্রয়ে গঠিত। রহস্যময়তা এই উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা সার্থক ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে কপালকুণ্ডলা ও কাপালিক চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। তবে কপালকুণ্ডলা চরিত্রের রহস্যময়তা অন্যান্য সমস্ত চরিত্রকে ছাপিয়ে গিয়েছে।

উদ্দেশ্য-

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি কপালকুণ্ডলা উপন্যাস। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কপালকুণ্ডলা। কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে তার চরিত্রের রহস্যময়তা। অরণ্যের সাথে তার আত্মিক সম্পর্ক। ছোটবেলা থেকেই সে জঙ্গলে কাপালিক দ্বারা প্রতিপালিতা। বন্যপ্রাণীর মতো সে বেড়ে উঠেছে। পরবর্তী সময়ে নবকুমারের হাত ধরে স্বাভাবিক জীবনে প্রবেশ করলেও সেই জীবন তার স্বাচ্ছন্দমণ্ডিত হয়নি। মানুষ হয়েও মনুষ্য সমাজ তার কাছে অপরিচিতই থেকে গেছে। তাই প্রকৃতপক্ষেই সে অরণ্যচারী। কপালকুণ্ডলা চরিত্রের এই দিকটিই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য সৃষ্টি কপালকুণ্ডলা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কোন চরিত্রের সাথে এর তুলনা করা যায় না। সমুদ্রতীরবাসিনী প্রকৃতির কন্যা কপালকুণ্ডলা অরণ্য লতার মতো দিন দিন বেড়ে উঠেছে। ছোটবেলা থেকে যে দুজন মানুষ তার জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে, তাদের একজন হল কাপালিক এবং অন্যজন অধিকারী। প্রকৃতির সাথে রয়েছে তার আত্মিক যোগ। তার অদৃশ্য, অবগুণ্ঠন আবৃত উপস্থিতি প্রকাশ্য দিবালোক নয়- রাত্রির অন্ধকারে তার স্বচ্ছ পদচারণা প্রকৃতির নির্মল রূপের মাঝে সে এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে, নবকুমার তাকে প্রথম দেখে এক নৈসর্গিক শক্তির অপরূপ সৌন্দর্যময়ী নারীমূর্তি বলেই মনে হয়েছিল।

কপালকুণ্ডলাকে প্রথম দর্শনে নবকুমারের প্রতিক্রিয়া- "অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধীতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তি! কেশভার আবেণীসম্বন্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত। আগুল্ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন ; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না।– তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ম্ময়; সে কটাক্ষ, এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্দদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্দদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণী দেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্দ্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদিবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিরকুরজাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ কি চিকুর, উভয়েরই যে কি শ্রী বিকশিত হইয়াছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।" নবকুমারের এই রমনীমূর্তি দেখে নিস্পন্দশরীর ও বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। অনন্ত সমুদ্রের এই জনহীন তীরে এমন রমনীমূর্তি তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।

কপালকুণ্ডলা মানুষ, কিন্তু সে 'সভ্য মানুষ' নয়। প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা ও সৌন্দর্যের মাঝে কাপালিকের আশ্রয়ে তার বেড়ে ওঠা। নবকুমারের সাথে দেখা হওয়ার আগে মাত্র দু'জন মানুষের সাহচর্য সে পেয়েছে। বন্যপ্রাণীর মতো তার নির্ভীক, সরল ও অবাধ জীপনযাপন। সমাজের ভদ্রতা, নিয়ম, লজ্জা, রীতি- এই সবকিছুর সঙ্গে তার কোনো পরিচয় নেই। সে জানে ভালোবাসা কি, কিন্তু জানে না সমাজ কিভাবে ভালোবাসাকে নিয়ন্ত্রণ করে। অরণ্য তার কাছে শুধু বসবাসের জায়গা নয়, অরণ্যই তার পরিচয়। সেখানে সে স্বাধীন- কারও দৃষ্টির বিচার নেই, সন্দেহ নেই, শাসন নেই। সভ্য সমাজের বাইরে অসভ্য জগতে প্রতিপালিত হয়েছিল বলেই তার মধ্যে সরলতা ভাব স্পষ্ট হতে দেখি। মতিবিবির দেওয়া বহুমূল্য অলংকার সে নির্দ্বিধায় ভিখারীকে দান করেছে। এর বিনিময়ে মতিবিবি অগাধ ধনসম্পত্তি, দাস-দাসীতে ভরিয়ে দিতে চাইলে কপালকুণ্ডলা বলেছে-

"তুমি আমার উপকার করিয়াছ কি না, তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। অট্টালিকা, ধন, সম্পত্তি, দাস-দাসীরও প্রয়োজন নাই। আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব? তোমার মানস সিদ্ধ হউক- কালি হইতে বিঘ্নকারিনীর কোন সংবাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।"

কপালকুণ্ডলা অরণ্যচারী। অরণ্যই তার জীবন। এই বাঁধন তার ছিন্ন হয়েছে নবকুমারের সংস্পর্শে এসে। নবকুমারের হাত ধরেই তার স্বাভাবিক জীবনে প্রবেশ। নবকুমারের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিছক সামাজিক প্রেম নয়। নবকুমার কপালকুণ্ডলার জীবনে 'প্রথম মানুষ', যার মধ্যে সে ভরসা খুঁজে পায়। এখানে প্রেমের সঙ্গে আশ্রয়ের বোধও মিশে রয়েছে। প্রশ্ন হল- সে কি মনুষ্য সমাজে আসতে চেয়েছিল? সম্ভবত নয়। কপালকুণ্ডলার মনুষ্য সমাজে প্রবেশের প্রধান কারণ নবকুমার নিজেই। অন্যভাবে বলা যায়, পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুযায়ী অধিকারীর পরামর্শ এক্ষেত্রে সংযোগকারীর ভূমিকা পালন করেছে। কপালকুণ্ডলা সমাজকে ভলোবেসে সামাজিক জীবনে আসেনি, সমাজের স্বাভাবিকতা তাকে টানেনি। সে এসেছে একজন মানুষকে ভালোবেসে, একজন মানুষের হাত ধরে। অর্থাৎ তার যাত্রা ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সামাজিক নয়। যার প্রমাণ স্বরূপ আমরা দেখি, কপালকুণ্ডলা মাঝে মধ্যেই জঙ্গলে চলে যায়, জঙ্গলের পরিবেশ তাকে বড় টানে। নবকুমারের মতো মানুষের সাহচর্য পেয়েও

© 2026 Basudeb Halder. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

অরণ্যের মায়া, জঙ্গলের প্রতি তার ভালোবাসা, নিসর্গ প্রকৃতির প্রতি তার গভীর মায়া প্রমাণ করে, সে প্রকৃত অর্থেই অরণ্যচারী। নবকুমারের কাছে যে জীবন স্বাভাবিক, কপালকুণ্ডলার কাছে তা নয়। সমাজের কাছে 'স্বাভাবিক' জীবন মানে- নিয়ম মানা, রীতি-নীতিতে বাঁধা, সন্দেহভিত্তিক সম্পর্ক, সামাজিক ভূমিকা পালন। কিন্তু কপালকুণ্ডলার স্বাভাবিকতা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত- স্বাধীনতা, সরলতা, নির্ভরতার স্বচ্ছতা। সে যখন সমাজে আসে, তখন নতুন করে শেখানো হয়- কিভাবে হাঁটতে হয়, কিভাবে কথা বলতে হয়, কিভাবে লজ্জা পেতে হয়, কিভাবে চুল বাঁধতে হয়। এই শেখানো প্রতিক্রিয়াই তার অস্তিত্বকে ধীরে ধীরে ভেঙে দেয়। সমাজ তাকে মানুষ বানাতে চায়, কিন্তু সেই মানুষ হওয়ার পথে সে নিজের 'আমি-টাকেই' হারাতে থাকে। তার এই জীবনে শেষ পর্যন্ত বাধা হয়ে দাঁড়ায় স্বয়ং নবকুমার। তার চাল-চলনে সন্দেহ প্রকাশ করে বসে নবকুমার। এই অবিশ্বাসের বোঝা নিয়েই কপালকুণ্ডলা শেষ পর্যন্ত গঙ্গার বুকে বিলীন হয়েছে-

"যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বলিব । আজ যাহাকে দেখিয়াছ- সে পদ্মাবতী। আমি অবিশ্বাসিনী নহি। একথা স্বরূপ বলিলাম। কিন্তু আর আমি গৃহে যাইব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি- নিশ্চিত তাহা করিব। তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না।"

কপালকুণ্ডলা একজন নারী। কাপালিকের আশ্রয়ে বেড়ে ওঠা অরণ্যচারী এক স্বাধীন নারী। বন্যপ্রাণীর জীবনের সাথে রাত্রির অন্ধকার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে সে অবাধে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে পারে। এভাবেই যে ছোট থেকে বড়ো হয়ে উঠেছে, তার ট্র্যাজেডি শুধু প্রকৃতি বনাম সমাজের দ্বন্দ্ব নয়; এটি নারী বনাম সমাজেরও দ্বন্দ্ব। সমাজ কপালকুণ্ডলাকে নির্দিষ্ট ছাঁচে বেঁধে রাখতে চায়- নম্র, বাধ্য, নিয়ন্ত্রিত। কপালকুণ্ডলা সেই ছাঁচে ঢোকার জন্য তৈরি নয়। তার স্বাধীনতা সমাজের চোখে অপরাধ। তার নীরবতাকে ভুল বোঝা হয়। তার স্বতঃস্ফূর্ততা সন্দেহের জন্ম দেয়। ফলে সে সামাজিক নারী হিসাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে পরিগণিত হয়। অরণ্যের সন্তান হিসাবেই তার প্রকৃত সার্থকতা।

সতী-সাধ্বী রমনীর চিত্রায়ণে কপালকুণ্ডলা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। স্বামীর সংসারে এসে কপালকুণ্ডলা নিজেকে হয়তো মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আযৌবন আরণ্যক পরিবেশ তার মধ্যে কিছু স্থায়ী ছাপ ফেলে গেছে। তা হল সংস্কারের বিচিত্র বিধিনিষেধের প্রতি অবজ্ঞা এবং এই অবজ্ঞার মধ্যে দিয়ে তার দৃঢ়চেতা মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ননদ শ্যামা-সুন্দরীর সাথে কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। কপালকুণ্ডলা তার ননদ শ্যামাসুনদরীর জন্য বন থেকে একটি ঔষধি গাছ তুলে আনতে চাইলে শ্যামাসুন্দরী তাকে নিষেধ করে। কিন্তু কপালকুণ্ডলা তার বাধাকে উপেক্ষা করে একাকী সেই বিজন রাতের অন্ধকারের মধ্যেই গমন করে।

স্বামীগৃহে এক বছরের অধিক সংসার করার ফলে তার বেশভূষায় কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক রীতি-নীতি সম্বন্ধেও কিছুটা জ্ঞানের প্রতিফলন দেখা যায়। কিন্তু কপালকুণ্ডলার মূল প্রকৃতির কোনো পরিবরর্তন হয় না। সপ্তগ্রামে সংসার জীবন তাকে বাঁধতে পারেনি। কপালকুণ্ডলা সবসময় অরণ্য ও সমুদ্রের কথাই ভেবেছে। প্রকৃতির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য, অরণ্যের মায়া, সমুদ্রের দিগন্ত বিস্তৃত টান তাকে বার বার হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। সে সংসার সুখে উদাসীন নিরাসক্ত। এর মূলে রয়েছে প্রকৃতির আরণ্যক সৌন্দর্যের প্রতি অগাধ প্রেম। শ্যামাসুন্দরীর স্বামীকে বশ করার জন্য যে বন্য গাছের প্রয়োজন হয়, তা তুলতে সে একাই রাতের অন্ধকারে বন্যপথে স্বাচ্ছন্দে চলেছিল-

"সপ্তগ্রামের এই ভাগ যে বনময়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রামের কিছু দূরে নিবিড় বন। কপালকুণ্ডলা একাকিনী এক সংকীর্ণ বন্য পথে ঔষধির সন্ধানে চলিলেন। যামিনী মধুরা, একান্ত শব্দমাত্রবিহীনা। মাধবী যামিনীর আকাশে স্নিগ্ধ-রশ্মিময় চন্দ্র নীরবে শ্বেত মেঘখণ্ড-সকল উত্তীর্ণ হইতেছে; পৃথিবীতলে বন্য বৃক্ষ, লতা-সকল তদ্রূপ নীরবে শীতল চন্দ্রকরে বিশ্রাম করিতেছে।" কপালকুণ্ডলার এই রাত্রিকালীন নির্ভীক অরণ্য যাত্রা প্রমাণ করে অরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে তার নিবিড়তা কতখানি। বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে যে সকল অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা ঘটিয়েছেন, তা কবি কল্পনার মতো সৌন্দর্যমাত্র নয়; বরং কপালকুণ্ডলার চরিত্রের সাথে একটি নিগূঢ় ও সুসংগত সম্বন্ধ বিশিষ্ট। নবকুমারের সাথে আগমনকালে ভবিষ্যত শুভাশুভ জানার জন্য দেবীর পায়ে বিল্বপত্র অর্পণ কেবল একটা পূজার বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্র নয়, এটি ছিল কপালকুণ্ডলার ভক্তি প্রবণ হৃদয়ে একটি অজ্ঞাত আশঙ্কার ছায়া ফেলে তার নতুন জীবনের প্রতি অনাশক্তি বাড়িয়ে তলেছে। ভবিষ্যতের বিপদের ক্ষেত্র প্রস্তুতে সাহায্য করেছে।

কাপালিক দ্বারা প্রতিপালিত ও প্রভাবিত হলেও কপালকুণ্ডলা তার ধর্মবিশ্বাসকে গভীরভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। তার হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তি নবকুমারকে কাপালিকের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। তার এই মমতা ও সহজাত অনুভূতি তাকে মহিমান্বিত করে। সামাজিকতার ব্যাপারে কপালকুণ্ডলার তেমন কোনো ভাবনা ছিল না। ফলে তার মধ্যে সামাজিকতার অভাব লক্ষ্য করা যায়।

উপসংহার-

কপালকুণ্ডলা একজন অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারিণী, যার সৌন্দর্যে এক ধরনের প্রাকৃতিক আকর্ষণ রয়েছে। তার গাত্রবর্ণ শ্যামলা, কিন্তু সে সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক। এই সৌন্দর্যের সাথে তার রহস্যময় চরিত্র এবং অজানা অভিব্যক্তি পাঠকের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সে এত নিস্পৃহ, এত উদাসীন জীবনের প্রতি, স্বামীর প্রতি, স্বামীর ভালোবাসার প্রতি এই গভীর নিরাসক্তি তাকে চরম ব্যক্তিত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। সে সমাজ সংসারের নিয়ম দ্বারা প্রভাবিত হয়নি, আপন বৈশিষ্ট্যে অটল থেকেছে। বস্তুত প্রকৃতির সাথে একাকার হয়ে যাওয়া কপালকুণ্ডলা বিস্ময়কর হয়ে উঠেছে। সেই দিক থেকে কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের এক অনবদ্য সৃষ্টি। প্রকৃতির কোলে মানুষ হওয়া, প্রকৃতির দ্বারা পালিত কপালকুণ্ডলা প্রকৃত অর্থেই অরণ্যচারী।

REFERENCES

1. ঘোষ, তরুণ, বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ- ১৯৫৯।

© 2026 Basudeb Halder. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শ্রী কুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ- ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।
3. আচার্য, ডঃ দেবেশ কুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ), ইউনাইটেড বুক এজেন্সী, প্রথম প্রকাশ- আগষ্ট ২০০৮।
4. চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রজ্ঞাবিকাশ, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০০৪।
5. বাগল, যোগেশচন্দ্র (সম্পাদিত), বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ- ১৯৫৬।

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Corresponding Author

Basudeb Halder is a former student of the Department of Bengali at the University of Kalyani, West Bengal, India. He has a strong academic background in Bengali literature and culture, with interests in literary studies, regional heritage, and critical analysis, contributing thoughtfully to academic and cultural discussions within his field of study.

© 2026 Basudeb Halder. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/